

## সূচিপত্র

|   |     |
|---|-----|
| আখতারজামান ইলিয়াসের সাহিত্য-ভাবনা : এক রাগী চোখের স্বপ্ন               | ৯   |
| গোবিন্দ মণ্ডল   |     |
| একুশ শতকের গল্প : প্রেমের ভিন্ন অভিমুখ                                  | ১৫  |
| চন্দ্রাগী হালদার  |     |
| তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে প্রাচীক জনজীবন ও মানুষ                          | ২৩  |
| সুপর্ণা কৃষ্ণ চাটোজী  |     |
| ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ‘স্বজনভূমি’ : তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস ও পরিগাম | ৩১  |
| অনুময় মণ্ডল  |     |
| গল্পে আঞ্চলিকতা: গল্পকার ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়                         | ৪৩  |
| মাধুরী বিশ্বাস  |     |
| সংকৃতসাহিত্যে বিদুষীদের যোগদান : প্রাচীন থেকে                           |     |
| আধুনিকে সাহিত্যের উত্তরণ  |     |
| ব্রততী চক্ৰবৰ্তী  | ৫১  |
| একলা পথিক : নজরুল   |     |
| শংকর দেব মণ্ডল  | ৫৯  |
| নারীক্ষমতায়ন এবং বিশাখা গাইডলাইন                                       |     |
| প্রভাস মণ্ডল  | ৬৯  |
| গণচেতনায় নীলদর্পণ  |     |
| অমলচন্দ্র সরকার   | ৭৭  |
| ডক্টর মহাম্মদ কুদরত-ই-খুদা - বিস্মৃত এক বিজ্ঞান সাধক                    |     |
| মহং গোলাম মুর্শিদ   | ৮৪  |
| শামশের আনোয়ারের কবিতা : মগজের থেকে যে ফোয়ারা বইছে                     |     |
| সুরজিৎ প্রামাণিক  | ৯০  |
| ‘ভালোবাসা দিতে পারি, তোমরা কি গ্রহণে সক্ষম’ : প্রত্যাশা-উত্তীর্ণ        |     |
| ভালোবাসার কবিতা   |     |
| স্বপ্ননীল সরকার   | ১০২ |
| বহুরূপী বামপন্থা; প্রেক্ষাপটে দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্ত্র প্রেরণ             |     |
| সুদীপ্ত সেন   | ১০৬ |

## একলা পথিক : নজরুল

শংকর দেব মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,

শরৎ সেন্টিনারী কলেজ, ধনিয়াখালী, চট্টগ্রাম

**সারসংক্ষেপ :** পরিপূর্ণ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক সৃষ্টির সৃষ্টিই ব্যক্তিগত জীবন-যন্ত্রণার ফসল। সৃষ্টির ভূবনে নিজ নিজ রচনা সম্ভারের সম্মুখে প্রতিভা বা সৃষ্টিক্ষমতার বিশিষ্টতার জন্য রচনাকারের নির্দিষ্ট বিশেষত্ব ও পরিচিতি গড়ে উঠে। সাধারণ ব্যক্তিমানুষ ও বিশিষ্টজন সময়ধারার অবগাহন এড়াতে পারেন না। ভাবের উদ্বোধন বা সমারোহ কাল-কালান্তরে সঞ্চারিত হয়ে যায়। আবার একই বিষয়ের প্রকাশ ব্যক্তিভেদে ভিন্নমাত্রা লাভ করে থাকে। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর রচনায় বিদেশী শাসনকর্তা ও হৃদেশী অত্যাচারী ক্ষমতাশালীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যুগবাণী তুলে ধরেছেন। বাধ্যত সর্বসাধারণের কঠস্বর যেন তাঁর কবিতাকায় গঠন করেছে।

দেশাচার তথা দেশীয় ঐতিহ্যকে, প্রচলিত ধ্যানধারণাকে বাংলা সাহিত্যের আঙ্গনায় নবতর দৃষ্টিভঙ্গিতে ও ভিন্নমাত্রায় প্রথম দাঁড় করালেন বাংলা ভাষার একমাত্র সার্থক মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সেইসূত্রে বাংলার প্রথম বিদ্রোহী কবি মধুসূদন দত্ত। মধুকবির এই বিদ্রোহ মূলত ভাবের বিদ্রোহ। তাঁর পূর্বসূরি কেউ ছিলেন না। তাঁর ভাব বিদ্রোহ মূলত পাশ্চাত্য প্রভাবজাত। সঠিকভাবে মধুসূদন দত্তের উত্তরসূরিও বাংলা সাহিত্যে কেউ নেই। তবু মধুসূদনের বিদ্রোহী সন্তার উত্তরাধিকার কিছুটা হলেও নজরুলের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু নজরুল ইসলামের বিদ্রোহের ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী। প্রত্যক্ষ জনগণ-জীবন-যন্ত্রণার ফসল আপন ব্যক্তিসন্তার উন্মাদকর জারকরসে সিঙ্ক করে তিনি যে কাব্যসম্ভার সাজিয়েছিলেন তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিনের জন্য একক স্বতন্ত্র 'অগ্নিবীণা' হয়ে আছে। নজরুল ইসলামের পূর্বকালে, সমকালে বা পরবর্তীকালে অনেক কবিই অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। কিন্তু প্রকৃত নজরুল অনুসারী কেউই নয়। বাংলা সাহিত্যে তিনি একলা পথিক। আমরা তাঁর কাব্যানুভূতির নিহিত চেতনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করার প্রয়াসী।

**সূচক শব্দ :** পরিচিতি, ভাবের উদ্বোধন, বিদ্রোহের যুগবাণী, সর্বসাধারণের কঠস্বর, বিদ্রোহী কবি, পূর্বসূরী, উত্তরসূরী, ভাবধর্মী, বাস্তবধর্মী, অনুসারী, একলা।

### মূল আলোচনা :

নিরানন্দলোকে অমন্দলালোকে শিল্পরচনা খুবই শক্ত, একথা জোর দিয়েই বলতে পারা যায়। যে নারকীয় প্রতিকূল পরিস্থিতে মৃত্যু, মৃত্যুর অধিক পীড়ন ছায়াসঙ্গী হয়ে ফেরে